দৈনিক সংবাদ

তারিখ 26 APR 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

180

বেসরকারী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার শিক্ষা ও শিক্ষকগণের অবস্থান

ভুবন মোহন দাসগুপ্ত

তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে ধাপে ধাপে জাতীয়করণ নীতির অগ্রগতির পাশাপাশি বেসরকারী ব্যবস্থাপনার দৃষ্টান্ত ছিল এবং এখনও কতক দেশে রয়েছে। এ ধরনের বৈষম্য অবসানের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে শিক্ষক সমিতির আন্দোলন হয়েছে। অতি সম্প্রতি বাংলাদেশে বেসরকারী হাই স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসাসমূহের শিক্ষক–শিক্ষিকাগণ শিক্ষা জাতীয়করণের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট কর্মসূচী–ভিত্তিক আন্দোলন পরিচালনা করে যাচ্ছেন। অতীতের তুলনায় এবারের আন্দোলনের ঐক্য বেশি মনে হচ্ছে। ময়মনসিংহে যে সুশৃঙ্খল মিছিল দেখা গেছে তাতে মনে হচ্ছে ময়মনসিংহে দ্বিধাবিভক্তি নেই।

শোনা যায়, ঢাকা মহানগরীতে শিক্ষক সমিতির এক শাখা আন্দোলনের এ ধরনের স্রোতধারার সহিত সঙ্গতি রাখছে না। সে শাখার দাবি বোধহয় ভিন্নতর। সংখ্যায় তারা স্বল্প হলেও তাদের অবস্থান রাজধানীকেন্দ্রীক। অপরদিকে মফস্বল শহর এবং গ্রামাঞ্চলের শিক্ষকগণের প্রায় সবাই ঐক্য রক্ষা করে শিক্ষা জাতীয়করণ লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংগ্রাম করে যাচ্ছেন।

১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের ২৬ ও ৩১ তারিখ দু'টি জাতীয় দৈনিকে আইনের দৃষ্টিতে শিক্ষা শিরোনামে লিখেছিলাম। সে লেখায় আন্তর্জাতিক আইনে এবং বিভিন্ন দেশের সাংবিধানিক আইনে নাগরিকদের শিক্ষার অধিকার, অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা বিষয়ে রাষ্ট্রের দায়িত্ব–কর্তব্য উল্লেখে লিখেছিলাম। সার্ক দেশসমূহে বিশেষ করে পাকিস্তান, ভারত এবং বাংলাদেশে বেসরকারী হাই স্কুল, কলেজ–গুলোর অবস্থান বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করতে চেষ্টা করেছিলাম। গত ক' বছর বেসরকারী মাধ্যমিক–উচ্চমাধ্যমিক স্কুল–কলেজের শিক্ষা ও শিক্ষকগণের অবস্থান উল্লেখে জাতীয় পত্র–পত্রিকায় কোন কোন লেখকের লেখা প্রকাশিত হয়েছে। উদ্দেশ্য শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্যের অবসান।

আন্দোলনরত শিক্ষক–শিক্ষিকাগণের দাবি শিক্ষা জাতীয়করণ। এ বিষয়ে কিছুদিন পূর্বে ১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে আগষ্ট ভোরের কাগজে একটি সংবাদ সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছিল। উক্ত সংবাদের বিষয়বস্তু ছিল অর্থমন্ত্রণালয়ের যুক্তি। অর্থমন্ত্রণালয়ের দৃষ্টিতে সরকারী সিদ্ধান্ত অনুসারে দেশের ৪৫০টি বেসরকারী হাই স্কুল এবং ৩০০টি বেসরকারী কলেজ জাতীয়করণের পরিবর্তে দেশের সব বেসরকারী হাই স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের শতকরা ৭০ ভাগ অনুদান ১শ' ভাগে উন্নীত করায় খরচ কম লাগে। সে জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় প্রতি থানায় একটি করে বেসরকারী হাই স্কুল ও বেসরকারী কলেজ জাতীয়করণের পরিবর্তে অধিক–সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষক–শিক্ষিকা ও কর্মচারিগণের সুযোগ–সুবিধা বৃদ্ধির অনুকূলে উক্তরূপ যুক্তি উথাপন করেছিলেন। অধিকাংশের সুযোগ–সুবিধা বৃদ্ধির চিন্তা করা গণতান্ত্রিক দেশের সার্বিক শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নতি সাধনের চিন্তাই যুক্তিযুক্ত। সরকারের সিদ্ধান্ত এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের যুক্তির মধ্যে কোন ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ গ্রহণ কারো উদ্দেশ্য হওয়া কাম্য নয় এবং একই সাথে শিক্ষা ও শিক্ষকগণকে নিয়ে রাজনীতি করাও ঠিক হবে না।

শিক্ষক–শিক্ষিকাগণ তাদের কর্মসূচীতে যেসব দাবি উথাপন করেছেন সেসব দাবি সমর্থনযোগ্য। শিক্ষক সম্প্রদায় জ্ঞানী। তারা জ্ঞান চর্চা করেন, শিক্ষা দান করেন। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা শিক্ষকগণ জানেন এবং বুঝেন। যেকোন দেশে জাতি এবং সরকারকে কোন কিছু করতে হলে ভাবতে হবে "At a cost within the means of the state" রাষ্ট্রের ক্ষমতার মধ্যে যা সম্ভব তা করা চলে।

সব দিক বিবেচনা করে প্রতি থানায় ধাপে ধাপে একটি বেসরকারী হাই স্কুল এবং একটি বেসরকারী কলেজ জাতীয়–করণ করার পরিবর্তে বেসরকারী হাই স্কুল–কলেজগুলোর শিক্ষক–শিক্ষিকা ও কর্মচারিগণের বেতনের শতকরা ৭০ ভাগ অনুদান এক ১শ' ভাগে উন্নীত করা যুক্তিসঙ্গত হবে। দেশের আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় যে পর্যন্ত শিক্ষা জাতীয়করণ করা সম্ভব হচ্ছে না সে পর্যন্ত অনুদান ৭০ ভাগ থেকে ১শ' ভাগে উন্নীতকরণ আন্দোলনরত শিক্ষক–শিক্ষিকাগণের নিকট গ্রহণযোগ্য হতে পারে। এ বিষয়ে সদৃশ দৃষ্টান্ত আছে। আমাদের নিকট প্রতিবেশী রাষ্ট্রের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে সরকারী হাই স্কুল–কলেজের পাশাপাশি বেসরকারী হাই স্কুল–কলেজের শিক্ষক–শিক্ষিকাগণের বেতনের ১শ' ভাগ সরকার দেন। এ সম্পর্কে আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান রয়েছে।

আমরা আশা করবো গণতান্ত্রিক প্রেক্ষাপট সূচনাপর্বে বেসরকারী হাই স্কুল–কলেজের শিক্ষক–শিক্ষিকাগণের ন্যায্য দাবির প্রতি গুরুত্ব দেয়া হবে। দেশ এবং জাতির স্বার্থে এ ধরনের ন্যায্য দাবির প্রতি উদাসীনতা দেখানো বা এটাকে কেন্দ্র করে রাজনীতি করা দূরদর্শিতার পরিচায়ক হবে না। একই সাথে শিক্ষকতার মত সেবামূলক মহৎ পেশায় নিয়োজিত আন্দোলনরত বর্তমান শিক্ষকগোষ্ঠী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষমতা অর্থাৎ (At a cost within the means of the state) বিবেচনা করে এ মুহূর্তে জাতীয়করণের পরিবর্তে অনুদান ৭০ ভাগ থেকে ১শ' ভাগে উন্নীতকরণ মেনে নেবেন। দেশ ও জাতির স্বার্থে এরূপ হওয়া কাম্য। বেসরকারী হাই স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজের শিক্ষা শিক্ষক ও শিক্ষিকাগণের আপাতত এরূপ অবস্থান সার্বিক বৃহত্তর স্বার্থে প্রয়োজন।

গ্রন্থপুঞ্জি

১। আজকের কাগজ ৩১শে জানুয়ারি–৯২।

২। দৈনিক রূপালী ২৬শে জানুয়ারি–৯২।

৩। ভোরের কাগজ ১৯শে আগষ্ট–৯৩।

৪। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ময়মনসিংহ–এর আন্দোলন কার্যসূচী তাং–২৭–৩–৯৪ইং।

লেখক ময়মনসিংহ জজ কোর্টের একজন আইনজীবী ও কলাম লেখক।